ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮

তারিখ ঃ ০৮ আগস্ট, ২০১৮ / ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা' প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা'। এ কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনায় অন্যান্য কর্মকান্ডের সঙ্গে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

০২। শুদ্ধাচার চর্চায় সরকারের কার্যক্রমের সমান্তরালে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহেও অনুরূপ কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। সকল ব্যাংকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি গঠন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০/১০/২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

০৩। এক্ষণে, শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে **'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা'** প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা অনুসরণে আপনাদের ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চার নিমিত্তে প্রতি ইংরেজি পঞ্জিকা বর্ষে পুরস্কার প্রদান করতে হবে।

০৪। এ নির্দেশনা ২০১৮ ইং সাল হতে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(আবু ফরাহ মোঃ নাছের)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন নং ঃ ৯৫৩০২৫২

ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য প্রণীত

‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা’

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য
'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা'

১। পটভূমি ঃ

'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট, গেজেট ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা'। এ কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নৈতিকতা কমিটির সদস্য-সচিব শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনায় অন্যান্য কর্মকান্ডের সঙ্গে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় সরকারের কার্যক্রমের সমান্তরালে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহেও অনুরূপ কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। সকল ব্যাংকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি গঠন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২। উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের নির্বাচিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল। এ নীতিমালা অনুসরণে ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চার নিমিত্ত প্রতি ইংরেজি পঞ্জিকা বর্ষে পুরস্কার প্রদান করতে হবে।

৩। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ ঃ

শুদ্ধাচার চর্চার জন্য ব্যাংকের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করতে হবে ঃ

৩.১ রাষ্ট্র মালিকানাধীন ও বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষেত্রে-

৩.১.১ ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী হতে পরবর্তী নিম্নতর দুই ধাপের কর্মকর্তাগণ;

৩.১.২ ব্যাংকের চতুর্থ ধাপের কর্মকর্তা হতে ষষ্ঠ ধাপের কর্মকর্তাগণ;

৩.১.৩ ব্যাংকের সপ্তম ধাপের কর্মকর্তা হতে পরবর্তী নিম্নতর ধাপসমূহের কর্মকর্তাগণ;

৩.১.৪ ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ*;

৩.১.৫ ব্যাংকের কর্মচারীবৃন্দ**।

৩.২ বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে-

৩.২.১ ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী হতে পরবর্তী নিম্নতর তিন ধাপের কর্মকর্তাগণ;

৩.২.২ ব্যাংকের পঞ্চম ধাপের কর্মকর্তা হতে সপ্তম ধাপের কর্মকর্তাগণ;

৩.২.৩ ব্যাংকের অষ্টম ধাপের কর্মকর্তা হতে পরবর্তী নিম্নতর ধাপসমূহের কর্মকর্তাগণ;

৩.২.৪ ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ*;

৩.২.৫ ব্যাংকের কর্মচারীবৃন্দ**।

* **শাখা ব্যবস্থাপকগণ** অন্য কোন ক্ষেত্রে পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না;

** **কর্মচারী** বলতে পিয়ন/মেসেঞ্জার/দারোয়ান/গার্ডসহ ব্যাংকে চাকুরিরত অন্যান্য সকলকে (অনুচ্ছেদ ৩.১.১ হতে ৩.১.৪ ও অনুচ্ছেদ ৩.২.১ হতে ৩.২.৪ এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ ব্যতিরেকে) বুঝাবে।

৪। মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে এবং প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণে এ পুরস্কার প্রদানের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নিম্নের ছকে উল্লিখিত নির্ধারিত ২০টি সূচকে মোট ১০০ নম্বর বিবেচনা করতে হবে ঃ

ছক ঃ শুদ্ধাচার পুরস্কারের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১।	পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা	৫	
২।	সততার নিদর্শন	৫	
৩।	নির্ভরযোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা	৫	
৪।	শৃঙ্খলাবোধ	৫	
৫।	সহকর্মীদের সঙ্গে আচরণ	৫	
৬।	সেবা গ্রহীতার সঙ্গে আচরণ	৫	
৭।	প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	৫	
৮।	সমন্বয় ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা	৫	
৯।	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শিতা	৫	
১০।	পেশাগত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক নিরাপত্তা সচেতনতা	৫	
১১।	প্রতিষ্ঠানের প্রতি অংগীকার	৫	
১২।	উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা চর্চা	৫	
১৩।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপরতা	৫	
১৪।	সোস্যাল মিডিয়া (সামাজিক গণমাধ্যম) ব্যবহার	৫	
১৫।	তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা	৫	
১৬।	উপস্থাপন দক্ষতা	৫	
১৭।	প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়নে আগ্রহ	৫	
১৮।	অভিযোগ প্রতিকারে সহযোগিতা	৫	
১৯।	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধানাবলী সম্পর্কে আগ্রহ ও পরিপালনে দক্ষতা	৫	
২০।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য কার্যক্রম	৫	
	মোট	**১০০**	

৫। পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ ঃ

৫.১ বিবেচ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ন্যূনতম ৩(তিন) বছর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে চাকুরী করতে হবে।

৫.২ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর গুণাবলীর সূচকের বিপরীতে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে সেরা কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসাবে নির্বাচন করতে হবে।

৫.৩ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মোট প্রাপ্ত নম্বর ন্যূনতম ৮০ না হলে তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৫.৪ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন।

৫.৫ মূল্যায়নের পর একাধিক কর্মকর্তা/কর্মচারী একই নম্বর পেলে লটারির ভিত্তিতে সেরা কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করতে হবে।

৫.৬ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যে কোন ইংরেজি পঞ্জিকা বর্ষে একবার শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলে তিনি পরবর্তী ৩(তিন) ইংরেজি পঞ্জিকা বর্ষে পুনরায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬। শুদ্ধাচার চর্চার পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন ঃ

৬.১ অনুচ্ছেদ ৩.১.১ বা অনুচ্ছেদ ৩.২.১ এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে পুরস্কার প্রদানের জন্য ব্যাংকের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিচালক পর্ষদের অপর দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটি একজন কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।

৬.২ অনুচ্ছেদ ৩.১ বা অনুচ্ছেদ ৩.২ এ উল্লিখিত (অনুচ্ছেদ ৬.১ এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যতিরেকে) অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্য হতে পুরস্কার প্রদানের জন্য ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর নেতৃত্বে মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটি প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন কর্মকর্তা নির্বাচন করবে। বাছাই কমিটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানের মতামত গ্রহণ করবে।

৬.৩ বাছাই কমিটির নির্বাচিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের পূর্বে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৭। পুরস্কারের মান ঃ

পুরস্কারের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে একটি করে সার্টিফিকেট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে।

=======